|  |
| --- |
| **পাবর্ত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়** |

**১.0 ভূমিকা**

বাংলাদেশের প্রায় এক-দশমাংশ এলাকা নিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চল গঠিত। পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলা বাংলাদেশের প্রাকৃতিকভাবে সুন্দর জনপদ হিসেবে সুপরিচিত। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বাঙালিসহ ১২টি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী বসবাস করে আসছে। ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মানুষেরা একদিকে যেমন সাংস্কৃতিক স্বতন্ত্রের অধিকারী, অন্যদিকে তারা মূল জনগোষ্ঠীর অপরিহার্য অংশ। স্বাধীনতার পর থেকে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়নের জন্য সরকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করে আসছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের আওতায় রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতার প্রতি পূর্ণ ও অবিচল আস্থা রেখে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের সকল নাগরিকের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া ত্বরাম্বিত করার প্রয়াসে সরকার বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের পাশাপাশি পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে তিন পার্বত্য জেলার জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়নের জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ, মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন, স্বাস্থ্য সেবার মানোন্নয়ন, কৃষি অবকাঠামো নির্মাণ, পর্যটনশিল্পের বিকাশ, দারিদ্র্য বিমোচন, নারী উন্নয়নে কার্যক্রম গ্রহণ করছে। এছাড়া যুব ও যুব মহিলাদের কারিগরি শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদান, পার্বত্য জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভাষা ও সংস্কৃতি সংরক্ষণের লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি চলমান রয়েছে।

**২.0 আইন, পরিকল্পনা দলিল ও নীতিমালায় বর্ণিত নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের ম্যান্ডেট**

পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় একটি বিশেষায়িত মন্ত্রণালয়। অন্যান্য মন্ত্রণালয়ের ন্যায় এ মন্ত্রণালয়ের নারী উন্নয়নের জন্য প্রত্যক্ষভাবে কোনো বিশেষ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন কিংবা প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের অঙ্গীকার নেই। তাছাড়া মন্ত্রণালয়ের Allocation of Business-এ নারী উন্নয়নের বিষয়ে সুস্পষ্ট কোনো নির্দেশনা নেই। তবে এ মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রমে পরোক্ষভাবে নারী উন্নয়নের বিষয়টি বিদ্যমান রয়েছে, যা মন্ত্রণালয় ও এর সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থার গৃহীত বহুবিধ পদক্ষেপ এবং কর্মসূচিতে প্রতীয়মান হয়েছে। পার্বত্য অঞ্চলের সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ১৯৯৭ সালে ২রা ডিসেম্বর স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি অনুযায়ী পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় গঠন করা হয়েছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান মোতাবেক সকল নাগরিকের সম-অধিকার এবং সুযোগ ও সম্পদের সুষম বণ্টন ত্বরাম্বিত করতে এ মন্ত্রণালয় অঙ্গীকারবদ্ধ। এ মন্ত্রণালয় যে সকল উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে তার ৫০ শতাংশের বেশি উপকারভোগী নারী। তাছাড়া পার্বত্য এলাকার নারী জনগোষ্ঠীকে অগ্রাধিকার প্রদান করে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় কিছু সুনির্দিষ্ট প্রকল্প/কর্মসূচিও গ্রহণ করেছে। পার্বত্য এলাকার জনগণসহ সমগ্র দেশের নারী উন্নয়নে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতিমালা-২০১১-এর ৩৮ অনুচ্ছেদে অনগ্রসর ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর নারীর জন্য বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণের বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। উপ-অনুচ্ছেদ ৩৮ (১) এ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও অনগ্রসর নারীর উন্নয়ন ও বিকাশের সকল অধিকার নিশ্চিত করা এবং ৩৮ (২) এ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর নারী যাতে তার নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি অক্ষুণ্ন রেখে বিকাশ লাভ করতে পারে সে লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে মর্মে বর্ণিত রয়েছে। এ নীতিমালা অনুসারে পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় নারী উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম, প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

**৩.0 মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্থায় কর্মরত এবং উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য**

**৩.১ কর্মরত নারী ও পুরুষের তথ্য**

| **প্রতিষ্ঠান** | **মোট** | **পুরুষ** | **নারী** | **নারীর শতকরা হার** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| সচিবালয় | ৬৫ | ৫০ | ১৫ | 23.১ |
| ভারত প্রত্যাগত উপজাতীয় শরণার্থী প্রত্যাবাসন ও পুনর্বাসন এবং অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তু নির্দিষ্টকরণ ও পুনর্বাসন সম্পর্কিত টাস্কফোর্স | ১৭ | ১২ | ০৫ | 29.4 |
| পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড | ১১০ | ৯৫ | ১৫ | 13.6 |
| পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তি চুক্তি বাস্তবায়ন কমিটি | ৩ | ৩ | - | - |
| পার্বত্য চট্টগ্রাম আঞ্চলিক পরিষদ | ৪৮ | ৩৮ | ১০ | 20.8 |
| **মোট :** | **২৪৩** | **১৯৮** | **৪৫** | **১৮.৫** |

**৩.২ উপকারভোগী নারী ও পুরুষের তথ্য**

উপকারভোগী নারী পাড়াকর্মী হিসেবে পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ‘পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় টেকসই সামাজিক সেবা প্রদান’ শীর্ষক প্রকল্পে পাড়াকর্মী, মাঠ সংগঠক, আবাসিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক কর্মচারী ও প্রকল্পের কর্মকর্তা/কর্মচারীসহ মোট ৫,৬৩০ জনের মধ্যে ৫,১৮০ জন নারী কর্মরত আছেন। নারী ও পুরুষের অনুপাত ৯২:৮।

**4.০ মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেটে নারীর হিস্যা**

(কোটি টাকায়)

| **বিবরণ** | **বাজেট 20২4-25** | | | **সংশোধিত 2023-২4** | | | **বাজেট 2023-২4** | | | **প্রকৃত 2022-23** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | | **সংশোধিত** | **নারীর হিস্যা** | | **বাজেট** | **নারীর হিস্যা** | | **প্রকৃত** | **নারীর হিস্যা** | |
| **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** | **নারী** | **শতকরা হার** |
| মোট বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| বিভাগের বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| উন্নয়ন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| পরিচালন বাজেট |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

সূত্র : আরসিজিপি ডাটাবেইজ

**৫.0 মন্ত্রণালয়ের অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহের মাধ্যমে নারী উন্নয়নের প্রভাব**

| **অগ্রাধিকারসম্পন্ন ব্যয়খাত/কর্মসূচিসমূহ** | **নারী উন্নয়নে এর প্রভাব (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)** |
| --- | --- |
| পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের যোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়ন | পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয় পার্বত্য অঞ্চলের অবকাঠামো উন্নয়ন খাতকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে। দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলে রাস্তা, ব্রিজ, কালভার্ট ইত্যাদি নির্মাণের ফলে নারীদের চলাফেরা সহজ হয়। তাছাড়া জলবায়ু পরিবর্তনসহিষ্ণু অবকাঠামো উন্নয়নের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের মোট জনগোষ্ঠীর প্রায় অর্ধেক নারীকে বাসস্থান সুবিধার আওতায় নিয়ে আসা হয়েছে। |
| প্রাথমিক শিক্ষা ও কারিগরি শিক্ষা | বিভিন্ন উপজাতীয় ভাষায় প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যায়ে পাঠ্যক্রম প্রণয়নের ফলে অধিকসংখ্যক উপজাতি মেয়েশিশু শিক্ষার সুযোগ পেয়েছে। এছাড়া উপজাতীয় পণ্যসামগ্রী ও ব্যবহার্য উপকরণ বাজারজাত করার ফলে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের নারী জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। |
| মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা | পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের পরিবেশগত কারণে বিশেষ বিশেষ রোগ প্রতিরোধকল্পে জনগোষ্ঠীর জন্য স্বাস্থ্যসেবা কর্মসূচি গ্রহণ করা হচ্ছে। বিশেষ করে দুর্গম অঞ্চলে নারী ও শিশুদের জন্য স্বাস্থ্যসেবাকে নিশ্চিতকরণের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। মোবাইল ক্লিনিকের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান এবং সুপেয় পানি সরবরাহ নিশ্চিত করার ফলে পরিবারের নারী সদস্যদের শ্রম ও সময় সাশ্রয় হয়েছে এবং মৃত্যুর হারও হ্রাস পেয়েছে। |
| উপজাতীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতি সংরক্ষণ | সাংস্কৃতিক স্বকীয়তা এবং বিভিন্ন গোষ্ঠীর নিজ নিজ মাতৃভাষা সংরক্ষণে পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বসবাসরত বাঙালি এবং বিভিন্ন উপজাতি সম্প্রদায়ের ভাষা ও ঐতিহ্য সংরক্ষণে কার্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। |
| কৃষি ও অকৃষি খাত সম্প্রসারণ | পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের ভৌগোলিক প্রকৃতি বিবেচনায় নারী-পুরুষ নির্বিশেষে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর জন্য ব্যাপক লক্ষ্যভিত্তিক কর্মসূচি বাস্তবায়নের পাশাপাশি গ্রোথ সেন্টার নির্মাণের ফলে সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন করা সম্ভব হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তন সহিষ্ণু কৃষি ও অকৃষি খাতের সম্প্রসারণের লক্ষ্যে গৃহীত কর্মসূচি পার্বত্য এলাকার পিছিয়ে পড়া নারী জনগোষ্ঠীকে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত করেছে। |

**৬.0 নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশকসমূহের (KPI) অর্জন**

| **ক্রমিক**  **নং** | **প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক (KPI)** | **পরিমাপের একক** | **২০20-২1** | **২০২1-২2** | **২০২2-২3** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | **মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাস** | লাখ | ৮৭.০ | ৮৬.৮ |  |

**৭.0 নারী উন্নয়নে মন্ত্রণালয়/বিভাগের সাম্প্রতিক সময়ের উল্লেখযোগ্য সাফল্য**

বর্তমানে দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় মোবাইল ক্লিনিকের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান এবং সুপেয় পানি সরবরাহ নিশ্চিত করার ফলে পরিবারের নারী সদস্যের শ্রম ও সময় সাশ্রয় হচ্ছে। শিশুদের মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের পাশাপাশি মাতৃস্বাস্থ্য সংক্রান্ত সেবা প্রদানের ফলে শিশুমৃত্যুর হার হ্রাস পাচ্ছে। এছাড়া মেয়েশিশুদের শিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধির ফলে বিদ্যালয়গুলোতে ঝরে পড়া ছাত্রীসংখ্যা হ্রাস পাচ্ছে এবং উচ্চশিক্ষায় নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত হচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলের অবকাঠামোগত উন্নয়নের ফলে শ্রমবাজার ও আয়বর্ধক কর্মকাণ্ডে নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমে নারীদের লক্ষ্যভিত্তিক ঋণ প্রদান (৪০%) করায় তাঁদের আত্মকর্মসংস্থান এবং ক্ষমতায়ন বৃদ্ধি পাচ্ছে। কারিগরি শিক্ষা ও বিভিন্ন বৃত্তিমূলক পেশায় প্রশিক্ষণ কার্যক্রম লক্ষ্যভিত্তিক হওয়ায় (৫০%) পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে অধিকসংখ্যক নারীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি হচ্ছে এবং তাঁদের আয় বৃদ্ধি পাচ্ছে।

**৮.0 নারী উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে প্রতিবন্ধকতাসমূহ**

* ধর্মীয় কুসংস্কার এবং ধর্মের অপব্যবহার, পুরুষশাসিত সমাজের রক্ষণশীল মনোভাব, বাক্‌-স্বাধীনতা, চলাফেরার স্বাধীনতা ইত্যাদি সংবিধান স্বীকৃত মৌলিক অধিকারে বাধা;
* দক্ষ জনবলের সংকট;
* দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চল এবং প্রয়োজনীয় স্থাপনা ও সড়ক অবকাঠামোর স্বল্পতা;
* দূরবর্তী এলাকায় তথ্য ও প্রযুক্তির সীমিত ব্যবহার; এবং
* মূলধারার শিক্ষা কার্যক্রমে নৃ-গোষ্ঠীর কন্যাশিশুর অংশগ্রহণের সীমিত সুযোগ।

**৯.0 ভবিষ্যৎ করণীয় সম্পর্কে সুপারিশ**

* মূলধারার শিক্ষা কার্যক্রমে নৃ-গোষ্ঠীর কন্যাশিশুর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি;
* নারী উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য উপজেলা, জেলা ও রাজধানীভিত্তিক বাজারজাতকরণের বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ;
* সরকারি ও বেসরকারি ব্যাংকে বিশেষভাবে প্রতিবন্ধী, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও অনগ্রসর নারীদের জন্য মূলধন/জামানতবিহীন ঋণ প্রদান;
* ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভূমি বিবাদ মিমাংসা করতে ভূমি কমিশনকে দায়িত্ব প্রদান;
* শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ ব্যবস্থায় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর নারীর জন্য কোটা ব্যবস্থা প্রণয়ন ও শিক্ষা ভাতা প্রদান; কারিগরি ও প্রযুক্তিগত শিক্ষায় শিক্ষিত করার লক্ষ্যে নৃ-গোষ্ঠীর ভাষায় পাঠদান ব্যবস্থায় নারীকে সম্পৃক্তকরণ;
* উপজাতীয় প্রতিটি শিশুর জন্য নিজ নিজ মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা প্রদান;
* ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর নারীদের আত্মকর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বিভিন্ন কারিগরি ও বাজারমুখী প্রশিক্ষণ প্রদান;
* পরিবেশের অবনতি ও জলবায়ু পবিবর্তনের প্রতিকূল প্রভাব হতে নারীকে রক্ষার উদ্যোগ; এবং
* নারীকে বিভিন্ন ধরনের আয় বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের ক্ষেত্রে অধিক সুযোগ প্রদান।